ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৮৭৫

আগরতলা,৫ জুন,২০১৮

আগরতলায় লিচুবাগানে অ্যালবার্ট এক্কার স্মরণে পার্ক উদ্বোধন

দেশপ্রেম না থাকলে কোনও দেশ সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারে না : মুখ্যমন্ত্রী

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আজ লিচুবাগানে নবনির্মিত অ্যালবার্ট এক্কা পার্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই পার্কের উদ্বোধন করেন। লিচুবাগানে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ১.৯৯ একর এলাকা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে পার্কটি। ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ২২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। বন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে পার্কটি। শহরের কলরব থেকে একটু দূরে প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা এই পার্কের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, পরিবেশের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সুন্দর রাখার জন্য মানুষকে পরিবেশের উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবেই পরিবেশের সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে। তিনি বলেন, এই প্রকৃতিতে আমরা জন্ম গ্রহণ করেছি। প্রকৃতি মায়ের মতো আমাদের লালন-পালন করছে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ যেখানে পরিবেশ রক্ষায় বহু বছর আগে থেকেই বৃক্ষের পূজা করা হয়। বর্তমানে ইউরোপিয়ান দেশগুলিতে পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অথচ ভারতে বহু বছর আগে থেকেই গাছের পূজা হয়ে আসছে। তিনি বলেন, আমরা গর্ববোধ করি যে আমাদের দেশে অ্যালবার্ট এক্কার মতো বীর শহীদ জন্ম গ্রহণ করেছেন। যার নামে এই পার্কটির নামাকরণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অ্যালবার্ট এক্কা ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে অসীম সাহসিকতার সাথে পাকিস্তানী সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। তিনি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে মহান বীর শহীদ অ্যালবার্ট এক্কাকে বিনম্র প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানীদের লক্ষ্য ছিলো তৎকালীন সময়ে পাকিস্তানী সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি শহর আগরতলা দখল নেওয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে তাদের শক্তির পরিচয় দিয়ে পাকিস্তানীদের জয়জয়কারের বার্তা দেওয়া। এতে পাকিস্তানীদের মনোবল বেড়ে যেতো। কিন্তু অ্যালবার্ট এক্কা হলেন বীর শহীদ যিনি সেদিন নিজের জীবনের বিনিময়ে পাকিস্তানীদের আগরতলা শহর দখল করার চিন্তা ভাবনাকে তছনছ করে ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষকে পাকিস্তানীদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলো। তিনি বলেন, আগামী দিনে অ্যালবার্ট এক্কার মূর্তি পার্কের প্রবেশদ্বারের পাশে স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি অ্যালবার্ট এক্কার সাথে অন্যান্য বীর শহীদদের মূর্তি স্থাপন করে বাংলা, ককবরক ও ইংরেজি ভাষায় ফলকের মধ্যে তাঁদের পরিচয় তুলে ধরা হবে। এতে সাধারণ জনগণ ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই বীর শহীদদের মূর্তিগুলি দেখবে, পড়বে এবং তাঁদের সম্পর্কে জানতে পারবে। এর মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে। মাতৃভূমির প্রতি মায়া-মমতা জাগবে। তিনি বলেন, মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে কোনও দেশ সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে চাইছে। তিনি বলেন, সরকার জনগণের। সেটা কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় বর্তমান সরকার। আর এজন্য রাজ্য সরকার সঠিক নীতি প্রণয়ন করছে যাতে এর সুফল ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসী পেতে পারেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে বলেন, শান্তিনিকেতনে উৎসবের মেজাজে বৃক্ষরোপণ করে তিনি পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়েছেন।

***২-এর পাতায়

প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্লীন ইন্ডিয়া, গ্রীণ ইন্ডিয়া, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য এল ই ডি বাল্বের ব্যবহার, সোলার প্রযুক্তিতে ভারত সরকারের ভর্তুকী প্রদান করা ইত্যাদি পরিবেশ বান্ধব বিশ্ব গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর খেলো ইন্ডিয়া খেলো শ্লোগানের সাথে তাল মিলিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর শ্লোগান হলো খেলো ত্রিপুরা খেলো, সুস্থ থাকো। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নানা ব্যস্ততার কারণে যারা খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না তাদের সুস্থতার জন্য ভূমিকা নেবে এই পার্কটি। এখানে ১.৫ কিলোমিটার পায়ে হাঁটার ব্যবস্থা আছে। মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে এই পার্কে প্রাতঃভ্রমণ করে নিজেকে সুস্থ রাখার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, সুস্থ থাকার জন্য মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন তৈরী করতে হবে। যেমন আগেকার দিনে আমাদের গুরুজনেরা মাঠে কুয়াশা ভেজা ঘাসের মধ্যে খালি পায়ে হাঁটার পরামর্শ দিতেন। ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ছাড়াও বহু বছর আগেই আপনা আপনিই এই সমস্ত চিন্তাধারা করতে পেরেছেন আমাদের গুরুজনেরা। তিনি বলেন, এটাই হলো ভারতীয় চিন্তাধারা, ভারতীয় কৃষ্টি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিধায়ক ডা: দিলীপ কুমার দাস পার্কটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। অ্যালবার্ট এক্কা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, অ্যালবার্ট এক্কা তদানীন্তন বিহার যা বর্তমানে ঝাড়খন্ডের জনজাতি পরিবারের ছেলে। পরবর্তীতে তিনি ইন্ডিয়ান আর্মিতে যোগদান করে লেন্স নায়েক পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরে নিজের জীবন বলিদান দিয়ে তিনি পাকিস্তানীদের হাত থেকে আগরতলা শহরকে রক্ষা করেছিলেন। ২০০০ সালে তাঁকে পরমবীরচক্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিন্হা। উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড. এ কে গুপ্তা, নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব মনোজ কুমার, বিশিষ্ট সমাজসেবী টিংকু রায় প্রমুখ।

অ্যালবার্ট এক্কা পার্কটি আগামী দিনে একটি অন্যতম শহরকেন্দ্রীক পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি পাবে। বিনোদনের জন্য পার্কটিতে সব ধরণের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। শিশুদের জন্য খেলাধূলার বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। পর্যটকদের বিশ্রামের জন্য রয়েছে দুটি উন্মুক্ত বিশ্রামাগার। এছাড়া, রয়েছে একটি কৃত্রিম জলাশয়, যেখানে ত্রিপুরার রিয়াং জনজাতির হজাগিরি নৃত্যের মূর্তি রয়েছে। পার্কের ঢালু জায়গায় ঊনকোটির ধাঁচে সিমেন্ট দিয়ে তৈরী কারুকার্য রয়েছে যা পর্যটকদের মুগ্ধ করবে। তার সাথেই রয়েছে ওয়াটার ফাউন্টেন। এছাড়াও রয়েছে টিকিট কাউন্টার, টয়লেট ব্লক ইত্যাদি। পার্কটির সর্বত্রই নানা প্রজাতির গুল্ম, পাতাবাহার ও অন্যান্য ফুলের গাছ রয়েছে যা পার্কটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

*****